চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

যারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না
তাদের মাঝে কোন ধর্মই থাকতে পারে না : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, শুদ্ধানন্দ মহাথেরো ছিলেন মানবতাবাদী মহান বৌদ্ধ ভিক্ষু। প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তির সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে তিনি ছিলেন আলোকিত ব্যক্তিত্ব। ভৌগলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে যার অপরিসীম ত্যাগ মহিমার কর্ম প্রতিভা আজ বিশ্ব ¯^ীকৃত। তিনি অত্যন্ত নির্লোভ, নিরাহঙ্কারী ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে যত অশান্তি-হানাহানি-সংঘাত তার মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও কূপামন্ডুকতা। আর এই থেকে পরিত্রাণের পথ অহিংসা-পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি গড়ে তোলা। আজ মঙ্গলবার সকালে কাতালগঞ্জস্থ নবপল্লিত বিহারে বাংলাদেশের ২৮তম সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরোর স্মৃতিচারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

সংঘনায়ক অধ্যাপক বনশ্রী মহাথেরোর সভাপতিত্বে ও সিজার বড়–য়ার সঞ্চলনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক উপানন্দ মহাথেরো, অধ্যাপক জ্ঞানরতœ মহাথেরো, বিপস্সী মহাথেরো, ধর্মানন্দ মহাথেরো, করুণা মহাথেরো, কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনু, ড. প্রণব কুমার বড়–য়া, অঞ্চল কুমার বড়–য়া, ড. সুব্রত বরণ বড়–য়া, কমলেন্দু বিকাশ বড়–য়া, মৃদুল চৌধুরী, লায়ন আদর্শ কুমার বড়–য়া, মৃগংক প্রসাদ বড়–য়া, এড. জয় শান্তি বিকাশ বড়–য়া, ¯^পন কান্তি বড়ুয়া, ¯^দেশ কুসুম চৌধুরী, ডা. দিবাকর বড়–য়া, ডা. অমরেশ চৌধুরী, বিনয় ভূষণ বড়–য়া, অধ্যক্ষ দীপক তালুকদার, কুনাল কান্তি বড়–য়া, বিপ্লব বড়–য়া বটু, প্রকৌশলী ঝুলেন বড়ুয়া, উজ্জ্বল কান্তি বড়–য়া, অবিনাশ বড়–য়া প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রামে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আবহমানকাল থেকে এখানে মানুষ আত্মার আত্মীয় হিসেবে বসবাস করে আসছে। ধর্ম ও দেশপ্রেম একাকার, দেশপ্রেম ধর্মেরই অংশ। সবধর্মে এটিই স্বীকৃত, তাই যারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে কোন ধর্মই থাকতে পারে না। বিশ্বে পিছিয়ে থাকা রাষ্ট্রগুলোর মূলেই রয়েছে অতিসাম্প্রদায়িকতা-জঙ্গীবাদী মানসিকতা। শান্তিময় ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রুখতেই হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহারণ। ১৯৭১ সালে এমনটিই হয়েছিল সকল ধর্ম ও মানবতার চেতনার প্রেরণায় মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সশস্ত্র প্রতিরোধে। আমরা এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি এবং আমরা স্বাধীন। এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে। তাই এদেশে বর্ণে-ধর্মে-শ্রেণীতে কোন ভেদাভেদ নেই। স্বাধীনতা উত্তরকালে সেই সম্প্রীতির বুকে ছোবল হানতে উদ্যত সকল সাম্প্রদায়িক শক্তি, জঙ্গী প্রভৃতি অপশক্তিকে নস্যাৎ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে সম্প্রীতির বন্ধনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আগামী ২০৩০সালে দেশকে উন্নয়নশীল এবং ২০৪১সালে উন্নত দেশে রূপান্তরে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহŸান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সংঘনায়ক অধ্যাপক বনশ্রী মহাথেরো বলেন, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই পৃথিবীতে বহু মহান ব্যক্তিত্ব, ত্যাগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা নিজের জীবনে প্রজ্ঞা, মেধা ও মননশীলতায় বিনিময়ে দেশ, সমাজ, জাতি, সম্প্রদায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে অসাধারণ ও অতুলনীয় অবদান রেখে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে জন মানুষের অন্তরের মনিকোটায় সুদৃঢ় আসন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন তন্মধ্যে এ যাবৎকালে মহান বর্ষীয়ান বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্যক্তিত্ব সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো অন্যতম। তিনি প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে মানুষের কল্যাণে আত্ম নিবেদন করে বাংলাদেশ তথা বিশ্ব মানব জগতের জন্য একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

মেয়র নগরবাসীকে কোভিড-১৯’র নতুন ধরণ ওমিক্রণ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি ভ্যাক্সিন গ্রহণ করে নিজে ও অপরের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেন।

চসিক স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনা সভায় মেয়র
নগরবাসীর উপর কোন কর বাড়ানো হবে না
শুধুমাত্র করের আওতা বাড়ানো হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী গৃহকর পূন:মূল্যায়নের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার প্রসঙ্গে নগরবাসীকে কোন ধরণের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহŸান জানিয়ে বলেছেন, নগরবাসীর উপর কোন কর বাড়ানো হবে না, শুধুমাত্র করের আওতা বাড়ানো হবে। তবে সর্বশেষ গৃহকর পূনমূল্যায়নে অসংগতি আপিল করলে তাদের জন্য সহনীয় পর্যায়ে কর নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও তিনি সিটি কর্পোরেশনের বিধিবিধানের আওতায় কর আদায়ের যে খাতগুলো আছে সে খাতগুলো থেকে কর আদায়ের উদ্যোগ নিতে ঘোষণা দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে সম্মেলন কক্ষে চসিক কর্তৃক গঠিত স্থায়ী কমিটিসমূহের সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চসিক ভারপ্রাপ্ত সচিব ও প্রধান রাজ¯^ কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম’র সঞ্চালনায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের সভাপতি কাউন্সিলর অধ্যাপক মো. ইসমাইল, আবদুস সালাম মাসুম, মো. আব্দুল মান্নান, মো. ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, জহর লাল হাজারী, শৈবাল দাশ সুমন, মো. সলিমুল্লাহ বাচ্চু, আতাউল্লাহ চৌধুরী, মো. মোবারক আলী, কাজী নুরুল আমিন, গাজী শফিউল আজিম, মো. জহুরুল আলম জসিম, আবদুল বারেক, মো. ইলিয়াছ, নাজমুল হক ডিউক, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান ¯^াস্থ্য কর্মকর্তা মো. সেলিম আকতার চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, তত্ত¡াবধায়ক প্রকৌশলী মো. কামরুল ইসলাম, আবু সালেহ, মনিরুল হুদা, সুদীপ বসাক, ঝুলন কুমার দাশ, অতিরিক্ত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী।

মেয়র বলেন, আগামী রমজানে যাতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি না ঘটে সে বিষয়ে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হবে। নগরীর বাজারগুলো নিয়মিত তদারকীর মাধ্যমে মূল্যতালিকা প্রদর্শন ভেজাল মানহীন পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া বাজারগুলোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে তদারকী ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি অবৈধ বাজার উচ্ছেদপূর্বক রাস্তা ও ফুটপাতে বাজার বসা বন্ধের উদ্যোগ নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতিপূর্বে নগরীর তিনটি বাজারে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নগরীর অবশিষ্ট বাজারগুলোতেও পলিথিন ব্যবহার বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

মেয়র নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, অপ্রয়োজনীয় যাত্রি ছাউনির নামে দোকানপাট নির্মাণ করলে নগরবাসীর চলাচলে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। তিনি অনুমোদনহীন যাত্রি ছাউনি ও বিলবোর্ড স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর হবার নির্দেশনা দেন। ইতিমধ্যে সৌন্দর্যবর্ধনে চসিকের সাথে চুক্তি

মোতাবেক কাজ সম্পন্ন না করায় ৭টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। বাকী প্রতিষ্ঠাগুলো চুক্তি মোতাবেক কাজ করছে কিনা সে ব্যাপারে ১৫দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।
চসিকের যানবাহন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লক্ষ্য করা গেছে যে চসিকের প্রচুর যানবাহন সঠিক মেরামত না হওয়ার ফলে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এ যানবাহনগুলোর সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করে চসিকের মেকানিক দ্বারা সম্ভব না হলে প্রয়োজনে আউটসোর্সিং'র মাধ্যমে মেকানিক নিয়োগ দিয়ে মেরামতযোগ্য যানবাহনগুলো সচল করার উপর গুরুত দিতে হবে। প্রয়োজনে চসিক নিজ^ অর্থায়নে একটি ওয়ার্কসপ তৈরী করে গাড়ীগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মেয়র রাস্তা সংস্কার ও যে কোন নির্মাণ কাজ চলমান থাকাবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর উপস্থিতি নিশ্চিতের ব্যাপারেও গুরুতারোপ করেন।
অমর একুশকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় বইমেলা অনুষ্ঠানের যে সকল আয়োজন করা হয় তার সকল প্রস্তুতি থাকা সত্তে¡ও সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় এ ব্যাপারে প্রকাশকদের সাথে মতবিনিময় সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সাগরিকায় চসিকের নিজস্ব নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষাগারটি আবার সচল করার উদ্যোগ নিতে মেয়র সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত
নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগে পণ্য বিক্রির দায়ে
৬ প্রতিষ্ঠানকে ৩হাজার ৫শ টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। পলিথিন মুক্ত পরিবেশ বান্ধব নগর গড়ার লক্ষ্যে খুলশী থানাধীন ঝাউতলা বাজারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে নিষেধাজ্ঞা সত্তে¡ও পলিথিন ব্যাগে পণ্যসামগ্রী বিক্রির দায়ে ৬ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিককে ৩হাজার ৫শত টাকা জরিমানা করা হয় এবং এই সময় ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারনকে পলিথিন ব্যাগ বর্জনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই দিন অত্র সংস্থার স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অভিযানে চকবাজারস্থ কাঁচাবাজার, চকবাজার মোড় থেকে ফুলতলা পর্যন্ত, তেলিপট্টি রোড ও কাতালগঞ্জ এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধভাবে দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করায় উল্লেখিত এলাকা থেকে ভাসমান দোকানপাট ও ভ্যানগাড়ী উচ্ছেদ করা হয়।
অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করে।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩